# শান্তি মিত্র সমাজকল্যাণ সংস্থা
# Shanti Mitra Somaj Kalyan Songstha

# গঠনতন্ত্র

শান্তি নীড়, জয়নুল আবেদীন রোড, কাঁচিঝুলি, ময়মনসিংহ
মোবাইল: ০১৭৪৬০৯৭৬১৮
E-mail: shanti.mymensingh@gmail.com
Website: www.shantimitra.org

(পরিমার্জনের তারিখ: ১২ আগষ্ট, ২০১৭)

# শান্তি মিত্র সমাজকল্যাণ সংস্থা

কাঁচিঝুলি, ময়মনসিংহ

ধারা নং- **১: সংগঠনের নাম :** শান্তি মিত্র সমাজকল্যাণ সংস্থা

ধারা নং- ২: **ঠিকানা :** শান্তি নীড়, মেহগনি রোড, কাঁচিঝুলি, ময়মনসিংহ।

ধারা নং- ৩: **বৈশিষ্ট্য :** ধর্মনিরপেক্ষ, অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান।

ধারা নং- ৪: **কার্য এলাকা :** ময়মনসিংহ জেলাব্যাপী।

ধারানং- ৫: **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:** একটি সমাজ যেখানে সবার মর্যাদা স্বীকৃত এবং যেখানে সবাই সক্রিয়ভাবে অহিংসনীতির মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাজ করে।

ধারা নং- ৬: **কার্যক্রম সমূহ:**

১। এই সংস্থা শিশু, কিশোর, যুবক-যুবতীদের মানসিক, সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধনে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

০২। এই সংস্থা শান্তি স্থাপন এবং দ্বন্দ্ব নিরসনে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

০৩। এই সংস্থা দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করবে।

০৪। এই সংস্থা কিশোর-কিশোরী ও যুবক যুবতীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনদক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

০৫। এই সংস্থা কার্য এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করবে।

০৬। এই সংস্থা সামাজিক সমস্যা (যেমন- বাল্য বিবাহ, যৌতুক, ইভটিজিং, নারী নির্যাতন, মাদক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) নিরসনে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিসহ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

০৭। এই সংস্থা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং মানবাধিকার রক্ষায় কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

০৮। এই সংস্থা পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

০৯। এই সংস্থা সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সামাজিক অন্যায্যতা প্রতিরোধকল্পে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১০। এই সংস্থা বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

১১। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

১২। সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচী, পাঠাগার স্থাপন ও বিভিন্ন সেমিনারের ব্যবস্থা করবে।

১৩। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস এবং অনুষ্ঠান পালন করবে।

১৪। এই সংস্থা কমিউনিটির জনগণের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনে গঠনমূলক সৃজনশীল কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

১৫। এলাকার উন্নয়নে যে কোন জনহিতকর কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

১৬। কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা ও লাইব্রেরী পরিচালনা করবে।

ধারা নং- ৭: কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনে দেশীয় বা বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবে।

ধারা নং- ৭.১: কার্যক্রম বাস্তবায়নে দেশী বা বিদেশী দাতা সংস্থার নিকট থেকে সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে অনুদান বা দান গ্রহণ করবে।

ধারা নং- ৭.২: নিজস্ব ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে জমি ক্রয় কিংবা সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হতে স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদী লিজ গ্রহণ করবে ।

ধারা নং- ৮: শান্তি মিত্র এর সেবা বা সুযোগ সুবিধা বন্টনে জাতি, ধর্ম ও রাজনৈতিক বিশ্বাস নির্বিশেষে সকলের প্রতি নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করবে।

ধারা নং- ৯: **সদস্য হবার নিয়মাবলী:**

(ক) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য আগ্রহী (আঠার বৎসরের নিচে নয় এমন) বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক শান্তি মিত্র এর সদস্য পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

(খ) সদস্য হতে ইচ্ছুক যে কোন ব্যক্তি নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারবেন

(গ) নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আবেদন মঞ্জুর হলে নির্ধারিত সদস্য চাঁদা ও আবেদন ফি প্রদান পূর্বক সদস্যপদ লাভ করবেন।

(ঘ) শান্তি মিত্র এর কোন প্রকল্প বা কার্যক্রমে বেতন ভাতা গ্রহণ পূর্বক কর্মরত কোন কর্মী বা কমকর্তা (সদস্য সচিব ব্যতিরেকে) শান্তি মিত্র এর সদস্যপদ লাভে বিবেচ্য হবে না।

(ঙ) সদস্য প্রার্থী ব্যক্তিকে অবশ্যই সচ্চরিত্রবান হতে হবে।

(চ) সংস্থার যাবতীয় আইন-কানুন মেনে চলতে বাধ্য থাকতে হবে।

ধারা নং- ১০: **আবেদন ফি ও সদস্য চাঁদা:**

প্রত্যেক সদস্যের জন্য ভর্তি ফি এককালীন ১০০ (একশ) টাকা এবং মাসিক চাঁদার হার হবে ২০ (বিশ) টাকা। এই ফি ও চাঁদার হার কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক পুনঃনির্ধারণ করা যাবে।

ধারা নং- ১১: **সদস্যপদ বাতিল বিধি:**

নিম্নোক্ত যে কোন এক বা একাধিক কারণে সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হতে পারে।

ধারা নং- ১১.১: শান্তি মিত্র এর ক্ষতি হয় এমন কোন কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত হওয়া কিংবা অনুরূপ কাজে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করার অভিযোগ প্রমাণিত হলে।

ধারা নং- ১১.২: সদস্য চাঁদা পর্যায়ক্রমে দুই বৎসর বকেয়া থাকলে।

ধারা নং- ১১.৩: পর্যায়ক্রমে ০৩ (তিন) টি সভায় অনুপস্থিত থাকলে।

ধারা নং- ১১.৪ : মৃত্যুবরণ করলে কিংবা দেউলিয়া হলে, সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হলে।

ধারা নং- ১১.৫: সংশ্লিষ্ট সদস্যের প্রত্যাহারের আবেদন কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মঞ্জুর হলে।

ধারা নং- ১১.৬: কোন সদস্য সেচ্ছায় পদত্যাগ করলে।

**ধারা নং- ১২: বাতিল সদস্যপদ পুনঃবহাল বিধি:**

ধারা নং-১২.১: কোন ব্যক্তির সদস্যপদ ১১.২ ও ১১.৩ ধারা অনুযায়ী বাতিল হলে সদস্য পদ পুনঃ বহালের জন্য তার আবেদন বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে সদস্যপদ পুনঃবহালের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পুনরায় ভর্তি ফি ও সকল বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

ধারা নং-১২.২: ধারা ১১ এর ব্যতীত অন্য কারণে সদস্যপদ বাতিল হলে তা পুনঃবহালের জন্য বিবেচিত হবে না।

**ধারা নং- ১৩: সদস্যপদের জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন :**

সদস্যপদ বাতিলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তকরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সদস্য কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট তার সদস্য পদ বহাল রাখার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ পাবেন তবে এক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

**ধারা নং- ১৪:** **সদস্যগণের অধিকার:**

প্রত্যেক সদস্য শান্তি মিত্র এর উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সভায় যে কোন গঠন মূলক আলোচনা ও সমালোচনা করতে পারবেন। সদস্যগণ নির্বাহী পরিষদের সদস্যসচিব ব্যতীত অন্য সকল পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

**ধারা নং-১৫:** **সাংগঠনিক কাঠামো :**

শান্তি মিত্র এর সাংগঠনিক কাঠামো হবে নিম্নোক্ত তিনটি স্তর বিশিষ্ট।
ক) সাধারণ পরিষদ খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ গ) উপদেষ্টা পরিষদ।

ধারা নং- ১৬: **সাধারণ পরিষদ (General Council):**

ধারা নং- ১৬.১: শান্তি মিত্র এর সকল সদস্য নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে।

ধারা নং- ১৬.২: সাধারণ পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা হবে ২৫(পঁচিশ) জন।

ধারা নং- ১৬.৩: ইহা শান্তি মিত্র এর সর্বোচ্চ পরিষদ এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

ধারা নং- ১৬.৪: ইহা অত্র সংস্থার বাৎসরিক বাজেট ও উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন করবে।

ধারা নং- ১৬.৫: ইহা অত্র সংস্থার বাৎসরিক হিসাব ও কার্যক্রমের প্রতিবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন করবে।

ধারা নং- ১৬.৬: উক্ত পরিষদ সংস্থার সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে সংস্থার সংবিধানের ধারা/উপধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন এর অনুমোদন করতে পারবে।

ধারা নং- ১৭: **কার্যনির্বাহী পরিষদ (Executive Council):**

ধারা নং- ১৭.১: সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ১০ (দশ) জন সদস্য ও নির্বাহী পরিচালকের সমন্বয়ে শান্তি মিত্র এর ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে।

ধারা নং- ১৭.২: নির্বাহী পরিষদের পদগুলো হবে নিম্নরূপ

সভাপতি : ১ জন
সহ-সভাপতি : ১ জন
সাধারণ সম্পাদক/ নির্বাহী পরিচালক : ১ জন
কোষাধ্যক্ষ : ১ জন
নির্বাহী সদস্য : ৭ জন
মোট : ১১ জন

ধারা নং- ১৭.৩: শান্তি মিত্র এর সাধারণ সম্পাদক পরবর্তীতে পদাধিকার বলে নির্বাহী পরিচালক পদ ব্যবহার করতে পারবেন।

ধারা নং- ১৭.৪: নির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের কার্যকালের মেয়াদ হবে ০২ (দুই) বৎসর। এক নাগারে দুই মেয়াদের বেশী কোন সদস্য নির্বাহী পরিষদে নির্বাচিত হবে না।

ধারা নং- ১৭.৫: নির্বাহী পরিষদ অত্র সংস্থার সার্বিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সব নীতিমালা ও উপবিধি প্রণয়ন করবে এবং এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করবে।

ধারা নং- ১৭.৬: নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ কালে এর নির্বাচন যোগ্য যে কোন শূন্যপদ সদস্যগণের মধ্য থেকে সমন্বয় করে পূরণ করা হবে।

ধারা নং- ১৭.৭: অত্র সংস্থার সকল সম্পদের নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষন, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকবে নির্বাহী পরিষদের ।

ধারা নং- ১৭.৮: নির্বাহী পরিষদ অত্র সংস্থার হিসাব নিরীক্ষণের জন্য অডিটর নিয়োগ করবে।

ধারা নং- ১৭.৯: নির্বাহী পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচন পরিচালনার জন্য এই পরিষদ নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন বিধি/ নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

**ধারা নং- ১৮:** **নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা :**

**সভাপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা :**

ধারা নং- ১৮.১: সভাপতি অত্র সংস্থার সাংগঠনিক প্রধান ও সাধারণ পরিষদ এবং নির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

ধারা নং- ১৮.২: তিনি সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে উভয় পরিষদের যে কোন সভা আহবান ও মুলতবি করতে পারবেন এবং সভায় সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে বিশেষ নিয়ম জারি করতে পারবেন।

ধারা নং- ১৮.৩: তিনি শান্তি মিত্র এর ক্ষতিকর কোন কার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লিপ্ত যে কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে আইনানুগ (গঠনতন্ত্র অনুযায়ী) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

ধারা নং- ১৮.৪: তিনি চলতি নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ পূর্ণ হলে কিংবা মেয়াদ পূর্তির পূর্বে (শান্তি মিত্র এর স্বার্থে প্রয়োজনবোধ করলে) সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে এই পরিষদ ভেঙ্গে দিতে ও নতুন পরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচন আহবান করতে পারবেন।

ধারা নং-১৮.৫: তিনি অত্র সংস্থার সার্বিক কর্মকান্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন এবং এই বিষয়ে সাধারণ সম্পাদককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

**সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা :**

ধারা নং-১৮.৬: সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতির সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা নং- ১৮.৭: অন্যান্য সময় তিনি সভাপতিকে সহযোগিতা করবেন এবং সভাপতির নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

**সাধারণ সম্পাদক/ নির্বাহী পরিচালক এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা:**

ধারা নং- ১৮.৮: শান্তি মিত্র এর সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে নির্বাহী পরিচালক পদবী ব্যবহার করতে পারবেন।

ধারা নং- ১৮.৯ : তিনি শান্তি মিত্র এর প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন।

ধারা নং- ১৮.১০: তিনি সভাপতির সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে উভয় পরিষদের সভা আহবান করবেন।

ধারা নং- ১৮.১১: তিনি উভয় পরিষদের সভাসমূহের যথাযথ ডকুমেন্টেশন প্রণয়ন ও তা সংরক্ষণ করবেন।

ধারা নং- ১৮.১২: তিনি নির্বাহী পরিষদের পক্ষে উভয় পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

ধারা নং- ১৮.১৩: তিনি অত্র সংস্থার স্থায়ী ও অস্থায়ী সকল প্রকার সম্পদের সংরক্ষণ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা নং- ১৮.১৪: তিনি অত্র সংস্থার পক্ষে সকল প্রকার আর্থিক লেন-দেন সমূহ চূড়ান্ত অনুমোদনসহ দৈনন্দিন আয়-ব্যয়ের হিসাব পরিচালনা করবেন।

ধারা নং- ১৮.১৫: তিনি অত্র সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপূরক প্রকল্প ও কর্মসূচীসহ শান্তি মিত্র সমাজ কল্যাণ সংস্থা এর কার্যক্রমের বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করবেন এবং সাধারণ পরিষদের অনুমোদন পূর্বক তা বাস্তবায়ন করবেন।

ধারা নং- ১৮.১৬: তিনি সংস্থার স্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে, বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট বর্হিভূত কোন প্রকল্প ও তৎসংশ্লিষ্ট বাজেট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে পারবেন। তবে পরবর্তীতে নির্বাহী পরিষদকে তা অবহিত করতে হবে। এছাড়া এরূপ প্রকল্প ও বাজেট অবশ্যই অনুমোদিত মূল বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেটের সঙ্গে সমন্বয় করবেন এবং বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদনে তা যথাযথভাবে উল্লেখ পূর্বক সাধারণ পরিষদের সভায় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

ধারা নং- ১৮.১৭: তিনি স্বল্পমেয়াদী প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মীর নিয়োগ, বদলী, পরিত্যক্ত, পদোন্নতি কিংবা কর্মচ্যুতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অকার্যকর করতে পারবেন।

ধারা নং- ১৮.১৮: শান্তি মিত্র এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি দেশী, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ (সরকারী ও বেসরকারী) এর সংগে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন ও সুসমন্বয় রক্ষা করবেন এবং প্রয়োজনে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে প্রচলিত আইনানুযায়ী যে কোন চুক্তি সম্পাদন, স্থগিত করণ কিংবা বাতিল করতে পারবেন। তিনি সকল পর্যায়ে অত্র সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করবেন।

ধারা নং- ১৮.১৯: তিনি সংস্থার বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক সাধারণ পরিষদের সভায় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

ধারা নং- ১৮.২০: তিনি শান্তি মিত্র এর স্বার্থে ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনে তাঁর সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা কিংবা বিশেষ কোন দায়িত্ব ও ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট কোন কর্মী কিংবা কর্মীগণের নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন। তবে এ বিষয়ে নির্বাহী পরিষদকে পরবর্তী সভায় অবহিত করবেন।

ধারা নং- ১৮.২১: তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য নির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের নিকট যুগপৎভাবে দায়ী থাকবেন।

ধারা নং- ১৮.২২: তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ প্রতিবেদনের মাধ্যমে নির্বাহী পরিষদকে নিয়মিত অবগত করবেন।

ধারা নং- ১৮.২৩: তিনি সংস্থার সকল সম্পদ ও এতদসংক্রান্ত দলিল নথিপত্র সংরক্ষণ করবেন।

ধারা নং- ১৮.২৪: তিনি সংস্থার আর্থিক নীতিমালা অনুযায়ী শান্তি মিত্র সকল বিল ও ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন।

ধারা নং- ১৮.২৫: তিনি নির্বাহী পরিষদ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে যাবতীয় হিসাব কাজ তদারকি করবেন।

**কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব ও ক্ষমতা:**

ধারা নং- ১৮.২৬: তিনি নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে অত্র সংস্থার অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যাদির নিয়মিত তদারক করবেন।

ধারা নং- ১৮.২৭: তিনি নির্বাহী পরিষদে সংগঠনের আয় ব্যয়ের প্রতিবেদন নিয়মিত পেশ করবেন।

ধারা নং- ১৮.২৮: তিনি বার্ষিক সাধারণ সভায় খসড়া বাজেট উপস্থাপন করবেন।

ধারা নং- ১৮.২৯: তিনি সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মনোনীত অডিটর কর্তৃক শান্তি মিত্র এর বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণ করবেন এবং সাধারণ পরিষদের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য তা সভায় পেশ করবেন।

**নির্বাহী সদস্যের দায়িত্ব ও ক্ষমতা :**

ধারা নং- ১৮.৩০: তিনি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক/ নির্বাহী পরিচালককে শান্তি মিত্র এর উন্নয়নের লক্ষ্যে সহযোগিতা ও পরামর্শ দিবেন।

ধারা নং- ১৮.৩১: তিনি সভাপতির নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা নং- ১৯: **উপদেষ্টা পরিষদঃ-**

এলাকার বিশিষ্ট সম্মানিত ও সমাজসেবকদের সমন্বয়ে সংস্থার উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে ৫(পাঁচ) জন। সংস্থার কার্যনিবার্হী পরিষদ সংস্থার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নির্বাচন করবে। উপদেষ্টা পরিষদ সংস্থার উন্নতিকল্পে সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদকে পরামর্শ দিবেন। উক্ত পরিষদের কার্যকাল হবে ০২(দুই)বৎসর।

ধারা নং- ২০: **সভা আহবান ও অনুষ্ঠান:**

ধারা নং- ২০.১: **সাধারণ পরিষদ:**

ধারা নং- ২০.১.১: এই পরিষদের সভা বৎসরে ১ (এক) বার অনুষ্ঠিত হবে এবং তা শান্তি মিত্রের বার্ষিক সাধারণ সভা হিসাবে গণ্য হবে। শান্তি মিত্র এর বার্ষিক সাধারণ সভায়

নিম্নোক্ত বিষয় সম্পাদন হবে।

১। বিগত বার্ষিক সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ।
২। শান্তি মিত্র এর বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন।
৩। শান্তি মিত্র এর বার্ষিক বাজেট অনুমোদন।
৪। নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন (মেয়াদ উত্তীর্ণের ক্ষেত্রে)
৫। গঠনতন্ত্র সংশোধন (যদি থাকে)
৬। বিবিধ

ধারা নং- ২০.১.২: ২ (দুই) টি বার্ষিক সাধারণ সভার মধ্যে ব্যবধান ১৮ (আঠার) মাসের বেশী হবে না।

ধারা নং- ২০.১.৩: এই পরিষদের জরুরী সভা, বিশেষ সভা, মুলতবী সভা ও তলবী সভা বৎসরের যে কোন সময় একাধিকবার অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

ধারা নং- ২০.১.৪: এই পরিষদের সাধারণ সভা ২১ (একুশ) দিন, বিশেষ সভা ১৫ (পনের) দিন ও জরুরী সভা ৩ (তিন) দিনের বিজ্ঞপ্তিতে (নোটিশ) আহবান করতে হবে।

ধারা নং- ২০.১.৫: মূলতবী সভা ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আহবান করতে হবে।

ধারা নং- ২০.১.৬: শান্তি মিত্র এর ৪/৫ (চার-পঞ্চমাংশ) সদস্য সভার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা ও যথাযথ আলোচ্য সূচীর উল্লেখ পূর্বক লিখিতভাবে সভাপতিকে সাধারণ পরিষদের তলবী সভা আহবানের জন্য অনুরোধ জানাতে পারবেন। এরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে ০৭ (সাত) দিনের নোটিশে তলবী সভা আহবান করতে হবে।

ধারা নং- ২০.২: **<u>নির্বাহী পরিষদ :</u>**

ধারা নং- ২০.২.১: এই পরিষদের সভা প্রতি ০৩ (তিন) মাসে কম পক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হবে এবং তা কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের বিজ্ঞপ্তিতে আহবান করতে হবে।

ধারা নং- ২০.২.২: এই পরিষদের জরুরী সভা ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার বিজ্ঞপ্তিতে আহবান করা যাবে।

ধারা নং- ২০.২.৩: এই পরিষদের মূলতবী সভা ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আহবান করতে হবে।

ধারা নং- ২০.২.৪: উভয় পরিষদ (সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদ) এর সকল সভা আহবানের বিজ্ঞপ্তিতে সভার দিন, তারিখ, সময়, স্থান এবং আলোচ্য বিষয় (এজেন্ডা) উল্লেখ থাকতে হবে।

ধারা নং- ২১: **সভার কোরাম :**

ধারা নং- ২১.১: সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সভায় (মূলতবী সভা ও তলবী সভা ব্যতীত) সদস্য সচিব সহ ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের উপস্থিতিতে সভা কোরাম পূর্ণ হবে।

ধারা নং- ২১.২: সাধারণ সম্পাদকের অপসারণ এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যকরী পরিষদের সভা এই পরিষদের সকল সদস্যের (সদস্য সচিব সহ/ ব্যতীত) উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

ধারা নং- ২১.৩: উভয় পরিষদের মূলতবী সভার জন্য কোন কোরাম প্রয়োজন হবে না (সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতে)।

ধারা নং- ২১.৪: সাধারণ পরিষদের তলবী সভা কিংবা শান্তি মিত্র এর বিলুপ্তিকরণ সংক্রান্ত সভা শান্তি মিত্র এর ৪/৫ (চার-পঞ্চমাংশ) সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

ধারা নং- ২২: **নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন :**

ধারা নং- ২২.১: নির্বাহী পরিষদের কার্য মেয়াদ ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়ার পর নতুন কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা নং- ২২.২: নির্বাহী পরিষদ নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ বিবেচনা করে নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুসরণ করবে।

ধারা নং- ২২.৩: নির্বাচনে ভোট প্রদান এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণের জন্য সদস্যগণের নিয়মিত বার্ষিক চাঁদা হাল নাগাদ পরিশোধ হতে হবে।

ধারা নং- ২২.৪: নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের দুই মাস পূর্বে ভোটার তালিকা অনুমোদন ও প্রকাশ করবে।

ধারা নং- ২২.৫: শান্তি মিত্র এর সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচনে ভোট প্রদান এবং প্রতিদ্বন্দিতায় অংশ গ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

ধারা নং- ২২.৬: নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করে কমিশনকে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হবে।

ধারা নং- ২২.৭: গোপন ব্যালট বা সমঝোতার ভিত্তিতে মনোনয়নের মাধ্যমে নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা নং- ২২.৮: নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীগণ সমান সংখ্যক ভোট পেলে লটারীর মাধ্যমে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হবে।

ধারা নং- ২৩: **অর্থ ও সম্পদ আহরণ/ ব্যবহার :**

ধারা নং- ২৩.১: নিম্নবর্ণিত উপায়ে শান্তি মিত্রের তহবিল ও সম্পদ সংগৃহীত ও সংগঠিত হবে।

ধারা নং- ২৩.২: সদস্যগণের চাঁদা, ভর্তি ফি ও পুনঃভর্তি ফি গ্রহণ

ধারা নং- ২৩.৩: দেশের সাধারণ মানুষ ও দানশীল ব্যক্তিগণের দানকৃত অর্থ ও সম্পদ গ্রহণ।

ধারা নং- ২৩.৪: সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান গ্রহণ।

ধারা নং- ২৩.৫: দেশী বা বিদেশী কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান (সরকারী-বেসরকারী) উন্নয়নমূলক সংস্থাসমূহ থেকে প্রাপ্ত দান/ অনুদান কিংবা গ্রহণ। এরূপ অর্থ ও সম্পদ দেশের প্রচলিত আইন ও নিয়ম অনুযায়ী গ্রহণ করা হবে।

ধারা নং- ২৩.৬: দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ।

ধারা নং-২৪: **অর্থ-ব্যয় :**
শান্তি মিত্র এর অর্থ সম্পদসমূহ নিম্নোক্ত খাতে এবং উদ্দেশ্যে ব্যয় ও ব্যবহার করা হবে।

ধারা নং- ২৪.১: সংগঠন হিসাবে সংস্থার উন্নতির জন্য।

ধারা নং- ২৪.২: অত্র সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত সকল কার্যক্রমের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য।

ধারা নং- ২৪.৩: সংস্থার সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীর বেতন ও আইনানুগ সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য।

ধারা নং-২৪.৪: সংস্থার নিজস্ব তহবিল গঠন ও সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়-উন্নয়ন মূলক প্রকল্প ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য।

ধারা নং- ২৪.৫: প্রাক্কলিক ব্যয় এবং সাধারণ পরিষদ/ নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য।

ধারা নং-২৪.৬: সংস্থার উন্নয়ন বা প্রতিবন্ধকতা নিরসনে প্রয়োজনীয় আইন সহায়তার ব্যয় নির্বাহের জন্য।

ধারা নং-২৫ **হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ :**

ধারা নং- ২৫.১: শান্তি মিত্র এর নিজস্ব নামে বাংলাদেশের সিডিউল ব্যাংকে একটি মাত্র হিসেবের মাধ্যমে সকল বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করা হবে।

ধারা নং- ২৫.২: প্রাপ্ত অর্থের উৎস এবং ব্যবহারের ধরণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক ব্যাংকে হিসাব (একাউন্ট) খোলা ও পরিচালনা করা যাবে।

ধারা নং- ২৫.৩: কার্যালয়ের সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব (একাউন্ট) সমূহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই ৩ (তিন) জন যৌথভাবে পরিচালনা করবেন। তবে সাধারণ সম্পাদক এবং অন্য যে কোন একজনের স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করা যাবে।

এছাড়া সংস্থার আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ কোন কর্মসূচী, কিংবা কোন প্রকল্পের অনুকূলে ব্যাংক হিসাব খোলার প্রয়োজন হলে সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী পরিচালক হিসেবে সরকার অনুমোদিত যে কোন ব্যাংক সমূহে সংস্থার ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য ব্যাংক ব্যবস্থাপকদের নিকট আবেদন করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হবেন। এখানে নির্বাহী পরিচালক ও সংস্থার অপর দুইজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এই ০৩ জন যৌথভাবে এই সকল হিসাব পরিচালনা করবেন। তবে এখানে নির্বাহী পরিচালকসহ অন্য যে কোন একজনের স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব হতে টাকা উত্তোলন করা যাবে।

ধারা নং-২৫.৪: **হিসাব নিরীক্ষা:**

কোষাধ্যক্ষ সংস্থার সকল আয়-ব্যয় ও সম্পদের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন এবং নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ নির্বাহী পরিষদের নিকট পেশ করবেন। অতঃপর তা শান্তি মিত্র এর বার্ষিক সাধারণ সভায় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য তিনি উপস্থাপন করবেন।

ধারা নং- ২৬: **বিধি প্রণয়ন :**

শান্তি মিত্র এর নির্বাহী পরিষদ সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন ও অনুমোদন করবে। প্রণীত বিধি গঠনতন্ত্রের বিধান সমূহের সাথে সংগতি পূর্ণ হতে হবে।

ধারা নং-২৭: **কমিটি গঠন :**

শান্তি মিত্র এর কার্যক্রম ও এর ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে নির্বাহী পরিষদ সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে স্থায়ী কমিটি এবং ক্ষেত্র বিশেষে উপকমিটি গঠন করবে।

ধারা নং-২৮: **গঠনতন্ত্র সংশোধন:**

বার্ষিক সাধারণ সভার ৪/৫ (চার-পঞ্চমাংশ) সদস্যের অনুমোদনক্রমে গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা বা উপ-ধারা যে কোন সংশোধন করা যাবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তা কার্যকর হবে।

ধারা নং-২৯: **সংস্থার বিলুপ্তি:**

ধারা নং-২৯.১: সংস্থার বিলুপ্তির জন্য অন্তত ৪/৫ (চার-পঞ্চমাংশ) সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন হবে। সাধারণ পরিষদের সভায় বিলুপ্তি প্রস্তাব এরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হলে, যথাযথ নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তা কার্যকর হবে।

ধারা নং-২৯.২: যদি কোন কারণে শান্তি মিত্র এর বিলুপ্তি ঘটে তবে এর যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ সাধারণ পরিষদের ৪/৫ (চার-পঞ্চামাংশ) সদস্যের সিদ্ধান্ত এবং নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাজ উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত

সক্রিয় কোন প্রতিষ্ঠান সমূহ এর নিকট হস্তান্তর করা যাবে।

**-ঃ সমাপ্ত ঃ-**